দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 APR 20 3
পৃষ্ঠা ১০

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতি ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

ডঃ এ, কিউ, এম বজলুর রশীদ

পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ন্যায় বাংলাদেশেও কিছু কিছু সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু হয়েছে সেমিস্টার পদ্ধতিতে লেখাপড়া। বাকৃবিতে ১৯৮৯-৯০ শিক্ষা বর্ষ হতে গতানুগতিক সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে গতিময় ও যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসাবে তা প্রবর্তন করা হয় প্রথমতঃ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এবং সিলেবাস কারিকুলামসহ বিভিন্ন দিক ও বিভাগের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ইতোমধ্যে তা স্থায়িত্ব লাভ করেছে। অতঃপর স্নাতক পর্যায়েও সেমিস্টার পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা চলতে থাকে যেমন চালু আছে বুয়েট ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে সিন্ডিকেটের ২০৩তম (আগষ্ট/১৯৯৩) সভায় তা নীতিগতভাবে চূড়ান্ত করা হয়। বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং পরিশেষে চালু করা হয় জুলাই-ডিসেম্বর/২০০২ থেকে। ইতোমধ্যে প্রথম সেমিস্টার লেভেল-১-এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে যা সামগ্রিকভাবে আশাব্যঞ্জক না হওয়ায় একদিকে ছাত্রছাত্রীরা যেমন নাখোশ অপরদিকে কর্তৃপক্ষও বিষয়টি গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে।

গত ৭ এপ্রিল ছাত্রছাত্রীরা সেমিস্টার পদ্ধতি পরিবর্তন এবং সেমিস্টার ফি প্রত্যাহারের দাবীতে শিক্ষক ও সাংবাদিকদের লাঞ্ছিতসহ প্রশাসন ভবন, অডিটরিয়াম, কৃষি ও ভেটেরিনারী অনুষদ ভবন এবং নবনির্মিত কেন্দ্রীয় গবেষণাগার ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর ও ক্ষতি সাধন করে। পরদিন ৮ এপ্রিল পুনরায় প্রশাসন ভবন তালাবদ্ধ করতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি এবং সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত করে। সেমিস্টার পদ্ধতি যত উপযোগীই হোক না কেন, কর্তৃপক্ষ যত আন্তরিকই হোক না কেন এবং শিক্ষক মণ্ডলী যত অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিষ্ঠাবানই হোন না কেন নতুন পদ্ধতি হিসাবে এর অবকাঠামোগত এবং পার্টিসিপেটরী ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা বা নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই এ ব্যাপারে খুঁটিনাটি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আরও স্পষ্টায়ন, পরিবর্তন, পরিবর্জন, সংযোজন, বিয়োজন ও বিভাজনের নিমিত্তে সকল অনুষদীয় ডীন মহোদয়গণ, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের নিয়ে গত ২০ মার্চ দিনব্যাপী এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় দলভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক পদ্ধতিটির সার্বিক দিক ও বিভাগকে সামনে রেখে বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয় এবং ইতিমধ্যেই ত্রুটি-বিচ্যুতি, সমস্যাদি চিহ্নিত করতঃ গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশমালাও পেশ করা হয়েছে। গত ৭ এপ্রিল একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরী সভায় অর্ডিনেন্সসহ সেমিস্টার পদ্ধতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীও গৃহীত হয়েছে।

প্রথম সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় বিশেষ করে কৃষি অনুষদ ছাত্রছাত্রীদের রেজাল্ট জিপিএ (gpa) গ্রেডিং পদ্ধতিতে মোটেও উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কৃষি অনুষদের মোট ১৯৬ জন পরীক্ষার্থীর কেউই সকল বিষয়ে উত্তীর্ণসহ gpa=4 অর্থাৎ A+ পায় নাই। তবে সকল বিষয়ে পাস করেছে এমন সংখ্যা ৫০. ৫১% জন এবং রিপিটসহ পরবর্তী সেমিস্টারে প্রমোশন দেয়া হয়েছে ৯০.৩১% জনকে। বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেমিস্টার পদ্ধতিতে সাধারণতঃ যা হওয়ার কথা নয়। স্বাভাবিক নিয়মে তীব্র মেধা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই এখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। ফেল করা তো দূরের কথা রেজাল্ট আশাব্যঞ্জক না হওয়ার কোন প্রশ্ন থাকাই স্বাভাবিক নয়। তবুও কেন এমনটি হয়ে গেল তা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য ঘটনা হল ক্লাস শুরুর প্রথম এক মাস কেউ যদি ন্যূনতম ৫০% ক্লাসে উপস্থিত না থাকে তবে অর্ডিনেন্স অনুযায়ী তার ভর্তি অটোমেটিক বাতিল হয়ে যায়। বুয়েট, মেডিকেল বা অন্য কোন বিষয়-পছন্দের ছাত্রছাত্রী সেখানে ভর্তির চান্স (chance) না পেয়ে তারা হয় অভিভাবকের চাপে অথবা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থানের সুবিধার্থে বা সখ করে ভর্তি হয়েছে কৃষিতে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এদের ক্ষেত্রে জরীপ করে দেখা গেছে কেবল ভর্তি বহাল রাখার তাগিদেই প্রথম মাসে কোন মতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্লাসে উপস্থিত থেকে বাকী দিন ও সময় ব্যয় করেছে পরবর্তী চান্স নেয়ার জন্য বুয়েট বা মেডিকেল ভর্তি কোচিংয়ে। এমতাবস্থায় সেমিস্টার পদ্ধতিতে অতি স্বাভাবিকভাবেই তাদের রেজাল্ট আশানুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

পরিবেশগত সমস্যা ঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন অবস্থা ও মনমানসিকতা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের স্নেহাদর, অনুশাসনের গন্ডি, ছোটবেলা থেকে গড়ে উঠা স্থানীয় বন্ধু-বান্ধব, খেলার সাথী আর স্কুল-কলেজের দীর্ঘদিনের সহপাঠীদের অকৃত্রিম প্রীতি বন্ধন পেরিয়ে বাকৃবির সবুজ মনোরম চত্বরে এসেও সম্মুখীন হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ নতুন এক অস্বস্তিকর যান্ত্রিক পরিবেশে। হলের নির্ধারিত একঘেঁয়েমি রুটিন, খাওয়া-খাওয়া এবং সর্বদা টেনশনযুক্ত স্বনিয়ন্ত্রিত চলা-ফেরার অশান্ত পরিবেশে শারীরিক, মানসিক ও সুস্থ একাডেমিক ভারসাম্য গড়ে তোলা সত্যিই এক সুকঠিন ব্যাপার। কিছু দিন যেতে না যেতেই ক্রমবর্ধমান হোমসিকের কষাঘাত, অপরদিকে কোর্স টিচারদের সিডিউল মাফিক লেখাপড়ার চাপ এবং অহরহ স্লোগানে মুখরিত দুর্বিসহ নির্মম বাস্তবতার নিরিখে তাদের লেখাপড়ায় পূর্ণ মনোনিবেশ চাট্টিখানি কথা নয়। এমতাবস্থায় প্রথম সেমিস্টারে রেজাল্ট খুব বেশী ভাল করা যেমন স্বাভাবিক নয়, বেশী খারাপ করাও তেমনি অস্বাভাবিক নয়। অকৃতকার্য অনেকেই তখন নিজেদের অপারগতা ও দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য খুঁজতে থাকে সিস্টেম ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি।

ইংরেজী সমস্যা ঃ বাকৃবিতে কোর্স কারিকুলাম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি সবই ইংরেজীতে। অধিকাংশ শিক্ষক মণ্ডলী দেশ-বিদেশ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী ও উচ্চ শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং শিক্ষাদানে তারা যেভাবে ইংরেজী চর্চা করে থাকেন এখানে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পূর্ব বিভিন্ন কলেজ পর্যায়ে তদানুরূপ ইংরেজী চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে আসে না। ফলে প্রথম সেমিস্টারেই তারা হঠাৎ করে ভাষাগত এক দুর্বোধ্যতার শিকার হয়ে পড়ে। সুতরাং অনেকের পক্ষেই এ পর্যায়ে ভাল রেজাল্ট করা যেমন সম্ভব হয়ে উঠে না, অনেকের জন্য হোঁচট খাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

সেই সাথে আলোচিত সমস্যাদি বিবেচনায় রেখে সামনের দিনগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি এবং যথার্থ প্রস্তুতিসহ তারা অধ্যয়নে ব্রতী হলে কৃষি শিক্ষায় স্নাতক পর্যায়েও সেমিস্টার পদ্ধতির সুফল অবশ্যই পাওয়া যেতে পারে কোন সন্দেহ নেই।

লেখক ঃ প্রফেসর, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
বাকৃবি, ময়মনসিংহ